



ডিএপি সার (ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট)

ডিএপি (ডাইএ্যামোনিয়াম ফসফেট) ফসফেট সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার। বাংলাদেশে এ সারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দানাদার দ্রব্য হিসেবে এ সার বাজারজাত করা হয়। ডিএপি সারে ১৮ শতাংশ নাইট্রোজেন (এ্যামোনিয়া ফর্মে) এবং টিএসপি সারের সমপরিমাণের ফসফেট (অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ P2O5) রয়েছে। ৫০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহার করলে ৫০ কেজি টিএসপি সারের সমান ও অতিরিক্ত ২০ কেজি ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা পাওয়া যায়। ফলে এই সার প্রয়োগে ইউরিয়া ও টিএসপি উভয় সারের সুফল পাওয়া যায়। সে কারণে শাকসবজি, রবিশস্য এবং ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে চাষীদের মধ্যে ডিএপি সার ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে।

ফসফরাস কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে। শর্করা উৎপাদন ও আন্তীকরণে সাহায্য করে। শিকড়ের বৃদ্ধি বিস্তার উৎসাহিত করে। গাছের কাঠামো শক্ত করে এবং নেতিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করে। ফুল, ফল ও বীজে গুণগত মান বাড়ায়।

মাটিতে ফসফরাসের ঘাটতি হলে কাণ্ড এবং মূলের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। পুরাতন পাতা অকালে ঝরে যায়। পার্শ্বীয় কাণ্ড এবং কুড়ির বৃদ্ধি কমে যায়। ফুলের উৎপাদন কমে যায়। পাতার গোড়া রক্তবর্ণ অথবা ব্রোনজ রঙ ধারণ করে। পাতার পৃষ্ঠভাগ নীলাভ সবুজ বর্ণ ধারণ করে। পাতার কিনারে বাদামি বিবর্ণতা দেখা যায় এবং শুকিয়ে যায়।

রোগ	প্রতিরোধক	ক্ষমতা	কমে	যায়
-----	-----------	--------	-----	------

ফসফরাসের পরিমাণ অধিক হলে ফলন কমে যায়। গাছে অকাল পরিপক্বতা আসে। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ইউরিয়া পুষ্টি উপাদানের চার্বিকার্টি নাইট্রোজেন সরবরাহ করে থাকে যা শিকড়ের বৃদ্ধি বিস্তার উৎসাহিত করে। শাকসবজির পর্যাপ্ত পাতা উৎপাদনে সহায়তা করে। আমিষ ও নিউক্লিক এসিড উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। ক্লোরোফিল উৎপাদনের মাধ্যমে গাছকে সবুজ বর্ণ দান করে। শর্করা উৎপাদন বাড়ায়। ফলের আকার বড় করতে সাহায্য করে। অন্যান্য সব আবশ্যিক উপাদানের পরিশোধন হার বাড়ায়। কুশি উৎপাদনে সহায়তা করে।

মাটিতে নাইট্রোজেন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হলে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণের হার কমে যায়। ফলে গাছ স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ হারিয়ে ফেলে। পাতার আকার ছোট হয় এবং শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ফলে গাছ খর্বাকার হয়। গাছের পাতা হালকা সবুজ থেকে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে এবং অকালেই ঝরে পড়ে। পাতার অগ্রভাগ হতে বিবর্ণতা শুরু হয়। বৃন্ত এবং শাখা প্রশাখা সরু হয়। গোলাপি অথবা হালকা লাল রঙের অস্বাভাবিক বৃন্ত হয়। পুরাতন পাতার মধ্যশিরার শীর্ষভাগ হলুদাভ-বাদামি বর্ণ ধারণ করে। ফুল ও ফলের আকার ছোট হয়। ফলন কমে যায়।

নাইট্রোজেনের প্রয়োগ মাত্রা বেশি হলে গাছের কাঠামো ও গঠন দুর্বল হয়। ফুল ও ফল উৎপাদনে বিলম্বিত হয়। পোকামাকড় ও রোগ আক্রমণ বেড়ে যায়। পাতার অংশ ভারি হলে গাছ হেলে যায়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেনে অনেক ফল পানসে হয়।

প্রচারে : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিনাইদহ।